কার্টুন

আওয়ামী দুঃশাসনের কবলে বাংলাদেশ

(২০০৯-২০১৮)

গণতন্ত্র ও মানবাধিকার রক্ষা পরিষদ

মু।খ।ব।ন্ধ

ফ্যাসিবাদ এক ভয়াবহ মানবতাবিরোধী রাজনৈতিক মতাদর্শ। জার্মানির হিটলার ও ইটালির মুসোলিনি এই মতাদর্শের অন্যতম রাষ্ট্রনায়ক। ইতিহাস কর্তৃক তারা ঘৃণিত ও প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই মতাদর্শের পক্ষে দাঁড়িয়ে রাজনীতি করার সুযোগ কারো থাকল না।

প্রকাশ্যে ফ্যাসিবাদকে ঘৃণা করলেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্রের মুখোশে বহু রাজনৈতিক দল রয়েছে যারা ফ্যাসিবাদী রাজনৈতিক দর্শনের চর্চা গভীরভাবেই করে থাকেন। বর্তমান বিশ্বেও এর অনেক নজির রয়েছে। সিরিয়ার বাশার আল আসাদ, মিশরের আবদুস ফাত্তাহ আল সিসি ও বাংলাদেশের শেখ হাসিনা রাজনৈতিক ফ্যাসিবাদকে গভীরভাবে লালন করছে। বাংলাদেশে বিগত দশ বছর ধরে ফ্যাসিবাদের চর্চা চলে আসছে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা একটি অবৈধ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর ক্ষমতা দীর্ঘায়িত করার জন্য ফ্যাসিবাদী দর্শনের প্রয়োগ শুরু করেন। গণতন্ত্রের ছদ্মাবরণে 'নির্বাচন' প্রহসনের মাধ্যমে তিনি ক্ষমতাকে দীর্ঘায়িত করতে সক্ষম হন। ক্ষমতাসীন দল এখন স্বপ্ন দেখছেন একটানা ২০৪১ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকতে। তারা চাইছেন একটি বিরোধীদল মুক্ত সংসদ, একটি একনায়ক সরকার আর লুটেপুটে খাওয়ার মতো একটি আত্মসমর্পিত জাতিসত্ত্বার বাংলাদেশ। তার এই শাসনামলের ফ্যাসিবাদী নিপীড়ন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক 'কালো অধ্যায়' চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই দশ বছরের ঘটনাবলী কমপক্ষে দশটি মহাকাব্যে বিন্যাস্ত হতে পারে। যার পাতায় পাতায় থাকবে লাঞ্ছনা, নিপীড়ন, কান্না, অশ্রু, অযুত রক্তপাত, হত্যা- গণহত্যা, গুম-খুন, অপহরণ, হয়রানি, লুটপাট, দুর্নীতি, বেদনা ও যন্ত্রণার কঠিন বাস্তবতা।

ফ্যাসিবাদ কিংবা স্বৈরাচার কোন দেশের স্থায়ী হাতে পারেনি। বাংলাদেশেও তা সম্ভব নয়। দেশের মানুষ বার বার এদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। এর জন্য বিপুল ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে রুখে দাঁড়ানোর মানুষদের। ঘটেছে অসংখ্য বিয়োগাত্মক ঘটনা। আজ বাংলাদেশ একটি সঙ্কটকাল অতিক্রম করছে। দুঃসহ দুঃশাসনের যাতাকলে পিষ্ট মানবতা চারিদিকে হাত পা ছুঁড়ছে অসহায়ের মতো। কিন্তু নিষ্ফল এই আর্ত-চিৎকার। পিষ্ট নির্মক নির্দয় সরকারি দমন-পীড়ন ও নির্যাতনের কবলে মানুষ আক্রান্ত। সেই সব ঘটনা সংযুক্ত হয়েছে প্রতিবাদের, প্রতিরোধের নতুন নতুন চেতনায়। ছোট্ট এ অ্যালবামটিতে হাসিনার ফ্যাসিবাদী শাসনামলের কিছু প্রমাণ তুলে ধরা হয়েছে বেশ কিছু কার্টুন সংকলনের মাধ্যমে। এ সব কার্টুন সময়ের দলিল হয়ে আছে।

আসুন প্রিয় দেশবাসী ফ্যাসিবাদ সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করে আগামী প্রজন্মের জন্য গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের সূতিকাগার হিসেবে একটি সুন্দর বাংলাদেশ গড়ে তুলি। না হয় ইতিহাস আমাদেরকেও ক্ষমা করবে না।

বিরোধী দলের উপর জুলুম নির্যাতন

বিরোধী দলের উপর জুলুম নির্যাতন

আওয়ামী সরকারের স্বৈরাচারী আচরন

প্রশাসনিক নির্যাতন

সরকারের নির্যাতনের যাতাকলে পৃষ্ঠ জনগন

আওয়ামী মদদপুষ্ট ইসির কর্মকাণ্ড

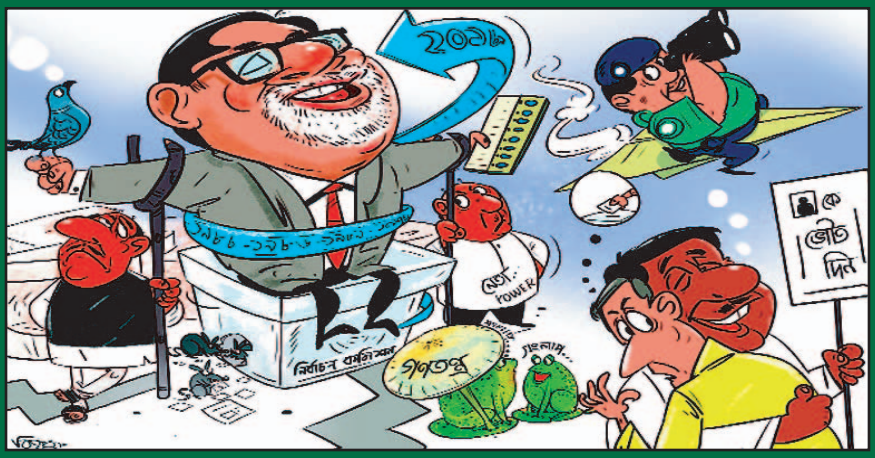

নির্বাচনী হালচাল ও আওয়ামী ইসির কর্মকাণ্ড

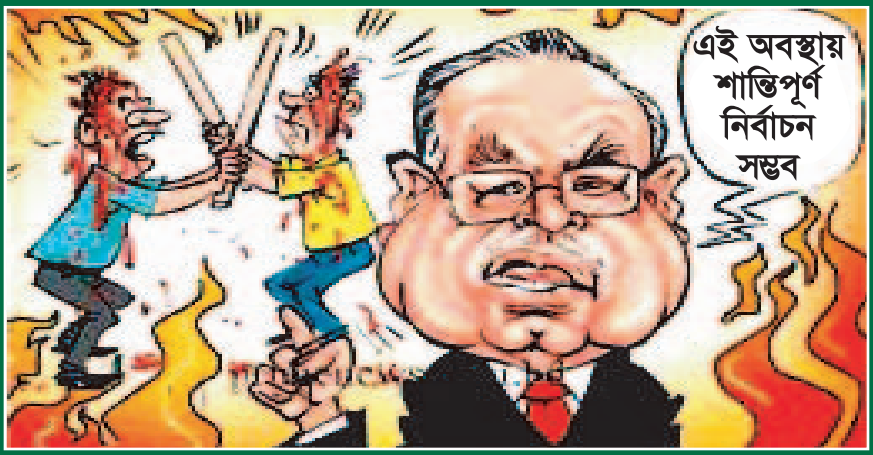

গৃহপালিত বিরোধীদল

CMH
সুইট বেবী একটু হা করো তো...
HASINA CARE UNIT (HCU)

মহাজোটে আর নেই...
মহা জোট

পেটে খেলে পিঠে সয়
আপা আছে নেইকো ভয়

সীমাহীন দুর্নীতি

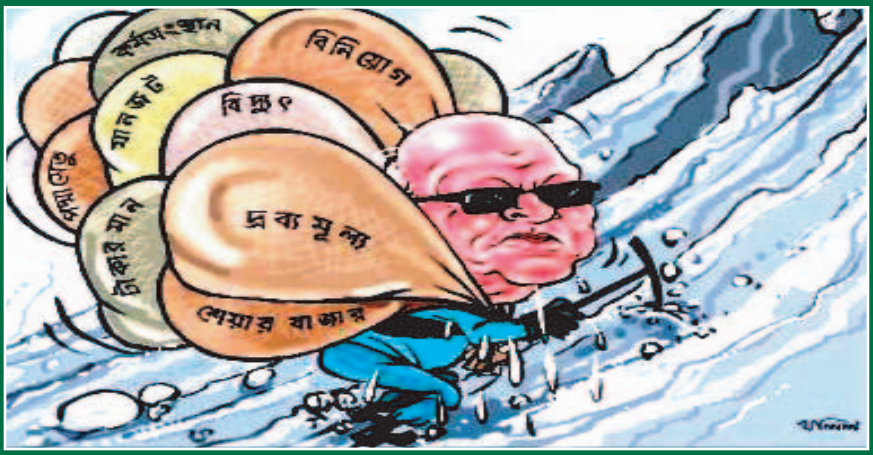
কর্মসংস্থান
বিনিয়োগ
মানবসম্পদ
বিদ্যুৎ
শিল্প
ব্যাংক ঋণ
দ্রব্য মূল্য
শেয়ার বাজার

কইছিলাম না আমি ক্লিন!
!?
!!
সার্টিফিকেট
পদ্মা সেতু প্রকল্পে কোনো দুর্নীতি খুঁজে পাওয়া যায়নি
— দুদক
দুর্নীতিবাজ
রাজনীতিবাজ
দেশপ্রেমিক

বিনিয়োগ চাই
শিল্প
চমৎকার পরিবেশ দারুন সুযোগ এখানে আসেন....
শেয়ার বাজার

সীমাহীন দুর্নীতি

দুর্নীতি দমন কমিশন
মহিলাভাল পিজারু

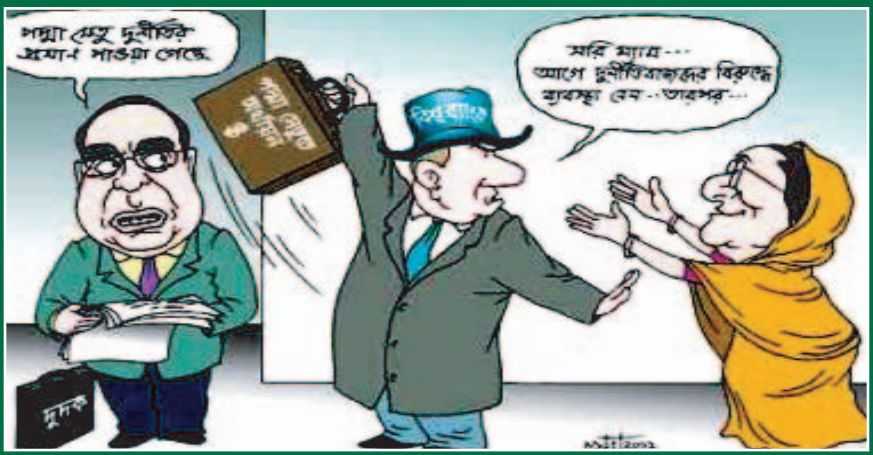
পদ্মা সেতু দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া গেছে
সরি ম্যাম... আগে দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন...তারপর...
দুদক

দুর্নীতি..পদ্মা..ডেমাটিনি..হলমার্ক..
রেল-নিয়োগ বাণিজ্য
দুদক

মিডিয়া বন্ধ ও সাংবাদিক নির্যাতন

ছাত্রলীগের চরম অপকর্ম

তাবেদারী আওয়ামী সরকার

নৌকার ভরাডুবি

ডিজিটাল
বাংলাদেশ
??

মেনন সাহেব তোফায়েল সাহেব জলদী ধরেন
মাফ করেন এই কামে আমি নাই
ওয়ান টু...

কর্মীসকল জাগো...
সময় থাকতে জাগো